দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 SEP 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

58

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কয়েকটি প্রস্তাব

বর্তমান সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার ঘোষণা দিলেও দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান যে পূর্বাপেক্ষা নিম্নমুখী তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠদানের অব্যবস্থার দিকে তাকাইলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ অধিকাংশ শিক্ষকের নিজ গ্রাম অথবা পাশের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করা। ইহার ফলে অনেক সময়েই সংসারের বিভিন্ন ঝামেলা মিটাইয়া নিয়মিত ক্লাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। তদুপরি শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ 'ভিলেজ পলিটিক্সে' জড়াইয়া পড়েন। এই কারণেও তাহাদের পক্ষে নিয়মিত ক্লাস করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থার অবসানকল্পে কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখিতেছি। ১) পল্লী অঞ্চলে প্রতি ১০ দিনে একবার স্কুল পরিদর্শন নিশ্চিত করিতে হইবে। ২) পরিদর্শকরা কোন অবস্থাতেই কোনো শিক্ষকের বাড়ীতে অবস্থান করিতে পারিবেন না। (প্রয়োজন হইলে স্কুল কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে অবস্থান করিতে পারেন)। ৩) বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজটি ক্লাস চলাকালে সম্পন্ন হইতে হইবে। ৪) শিক্ষকদের নিজ গ্রামের বা পাশের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ রহিত করিতে হইবে। ৫) কোন শিক্ষককে স্কুল কমিটির কোন পদে রাখা যাইবে না। ৬) প্রতিটি স্কুল হইতে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৫জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। কোন বিদ্যালয় যদি বৃত্তি পরীক্ষায় ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হয় সেই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

—কাজী আবদুল খালেক, আমলিবাড়ীয়া, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী।